দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 9 SEP 2005
পৃষ্ঠা - ৩ ... কলাম ...

সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে স্বতন্ত্র কলেজ চালুর বিরোধিতায় শিক্ষক সমিতি

সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর সংগে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকারের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ সর্বমহলে প্রশংসিত। সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর স্থাপন করে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনের অধীনে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করে একটি রুটিনের আওতায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পরিচালনা করা। বর্তমানে কোন এক স্বার্থান্বেষীমহল সরকারের এই শুভ সিদ্ধান্তকে (১৩শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে

(৩য় পৃঃ পর)

বানচাল করার জন্য; বিদ্যালয়ের মধ্যেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য আলাদা প্রিন্সিপাল, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকসহ বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে আলাদা প্রশাসন চালুর প্রস্তাব দিয়েছে। ইতোমধ্যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী চালু করার লক্ষ্যে ৫৫টি ও পদ যার মধ্যে ১টি অধ্যক্ষ, ১৭টি সহকারী অধ্যাপক এবং ১৭টি প্রভাষকের পদ ও অন্যান্য ২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠান হয়েছে। ফলে একই প্রতিষ্ঠানে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চলছে যা সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ছাত্র রাজনীতির প্রবেশসহ দুর্বৃত্তায়ন হবে। নেতৃবৃন্দ জানান, তারা এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধী। সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি প্রধান শিক্ষকের পদটি আপগ্রেড করে একই প্রশাসনের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।